বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর।

বিষয়ঃ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়িতব্য ব্রি'র এডিপিভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব/অনুন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের জুন/১৯ মাস পর্যন্ত অগ্রগতির পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়িতব্য ব্রি'র উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব/অনুন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের জুন/১৯ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ২৯/০৭/২০১৯ তারিখে ব্রি'র সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর। সভায় উপস্থিত অন্যান্য কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সন্নিবেশিত হলো।

২. উপস্থাপনঃ

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব মুঃ মুনিরুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

৩. বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

গত ১৭/০৬/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীতে সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের কারো কোন দ্বিমত/মন্তব্য/সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

৪. বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

৪.১ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেকটি প্রকল্প এবং কর্মসূচির অগ্রগতি নির্দিষ্ট সময়ে শতভাগ অর্জন হওয়ায় সভায় মহাপরিচালক মহোদয় সন্তোষ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি প্রকল্পের অধীনে বৃহৎ নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজের অগ্রগতি মানসম্পন্নভাবে করার লক্ষ্যে মনিটরিং কমিটিকে আরও নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করতে আবারও নির্দেশ প্রদান করেন। এ প্রেক্ষাপটে গত ২০ ও ২১ জুন ২০১৯ তারিখে মনিটরিং কমিটি কর্তৃক সাতক্ষীরা আঞ্চলিক কার্যালয়ের চলমান নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণ করা হয়েছে বলে প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা সভাকে জানান। প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন এলাকায় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর ঠিকাদারের মাধ্যমে নির্মাণ সামগ্রী ও আবর্জনা অপসারণ এর জন্য প্রকল্প পরিচালককে মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন।

স্পাইরা প্রকল্পের অধীনে নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ড্রইং, ডিজাইন এবং সুপারভিশন কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করার প্রেক্ষিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দেওয়ার প্রেক্ষিতে সাইট ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে বলে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান। এছাড়া ব্রি'র সদর এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের সকল নির্মাণ কাজের 3D ছবি কাজের স্থানে টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করতে মহাপরিচালক মহোদয় আবারও নির্দেশ প্রদান করেন।

৪.২ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক স্থানীয় ধানের জাতসমূহ বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য স্থানীয় ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাণী সেলুট, বিরই, রাধুনী পাগল, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ বিভিন্ন স্থানীয় জাতের গবেষণা অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এছাড়া ব্রি উদ্ভাবিত আলোকসংবেদনশীল জাত ব্রি ধান ২২, ২৩; ব্রি ধান ১০,৩০ এবং ব্রি ধান ৭৬, ৭৭ এর বিকল্প জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন এবং নওগাঁর জিরা ও কুষ্টিয়ার মিনিকেট ধান সংগ্রহ করে পিওর লাইন নির্বাচনের পরামর্শ দেন। পাশাপাশি সভায় গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী ধানের গবেষণা কাজের অগ্রগতি নিয়ে ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামান, সিএসও, সভাকে জানান যে, গোপালগঞ্জ ও বরিশাল অঞ্চলের লক্ষ্মীদীঘা, বাঁশিরাজ এবং সিলেট অঞ্চলের লালমোহন, হবিগঞ্জের দুধলাকি, ফুলকড়ি, ফরিদপুরের খইয়া মটর এবং সিরাজগঞ্জের সড়সড়িয়াসহ অন্যান্য স্থানীয় জাতসমূহ নিয়ে গবেষণা অব্যাহত আছে। এ প্রেক্ষাপটে মহাপরিচালক মহোদয় এসব জাতসমূহের বীজ বর্ধনের জন্য গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী দেশের বিভিন্ন জায়গায় কৃষকের মাঠে ধান উৎপাদনের মাধ্যমে বীজ সংগ্রহ করতে নির্দেশ প্রদান করেন।

৪.৩ গবেষণা বিভাগের অগ্রগতি নিয়ে প্রতিমাসে একটি গবেষণা পর্যালোচনা সভার আয়োজন করতে মহাপরিচালক মহোদয় আবারও নির্দেশ প্রদান করেন। তবে আগামী ৩১ জুলাই একটি সভা মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে মর্মে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ডঃ মোঃ মোস্তফা কামাল, সিএসও সভাকে জানান।

৪.৪ প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি (এফএমপিএইচটি) বিভাগের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রতি মাসের এডিপি সভায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে মহাপরিচালক মহোদয় দ্রুত কৃষকের মাঠে ব্যবহার উপযোগী কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য গবেষণাগার এবং ওয়ার্কসপের আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করেন।

৪.৫ পাহাড়ী এলাকার জুম চাষের জন্য উপযোগী/সম্ভাবনাময় স্থানীয় ধানের জাত সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে ও তা থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে বীজ বর্ধনের মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকার উৎপাদন বাড়াতে এবং নতুন জাত উদ্ভাবন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি কসিহিকারি, হকোরিকু এবং তাকানারি নামক জাপানী জাতের বীজ বর্ধনের কাজ ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ পরিচালনা করবে এবং এ সকল জাতের সম্ভাবনা যাচাই করতে মহাপরিচালক মহোদয় আবারও নির্দেশ প্রদান করেন।

৪.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএতে স্বাক্ষর করা গবেষণা বিভাগসমূহের অর্জিত প্রযুক্তিসমূহ কারিগরী কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করে বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে বলে কমিটির সদস্য সচিব ডঃ মোঃ মোস্তফা কামাল, সিএসও সভাকে জানান। এ এ পর্যায়ে বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত প্রযুক্তি/ব্যবহার উপযোগী তথ্যসমূহের তালিকা সকল বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫.২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব/অনুন্নয়ন কর্মসূচি ভিত্তিক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী জুন/১৯ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ-

(ক) এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পঃ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আরএডিপি'তে ০১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মোট আরএডিপি বরাদ্দ ৭০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে৬৯৯৯.৪৫ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ৯৯.৯৯% মাত্র। গত অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ৯৩৪৭.০০ লক্ষ টাকা। জুন/১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছিল ৯৯.৯৯% (৯৩৪৫.৮৫ লক্ষ টাকা)। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১টি প্রকল্পে মোট ২৭টি দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জুন/১৯ পর্যন্ত সকল দরপত্রের আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দরপত্র অগ্রগতিঃ

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা		দরপত্র আহবান (সংখ্যায়)	কার্যাদেশ প্রদান (সংখ্যায়)
	সংখ্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
১.উন্নয়ন প্রকল্প				
১.১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২৭টি	৬১৮৪.৪৪	২৭টি	২৭টি
উপমোট (প্রকল্প)	**২৭টি**	**৬১৮৪.৪৪**	**২৭টি**	**২৭টি**
২.উন্নয়ন কর্মসূচি				
২.১ ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশ বান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি	২টি	৩০০.০০	২টি	২টি
২.২ ব্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি	১টি	৭৪.৪০	১টি	১টি
উপমোট (কর্মসূচি)	**৩টি**	**৩৭৪.৪০**	**৩টি**	**৩টি**
সর্বমোট (১+২)	**৩০টি**	**৬৫৫৮.৮৪**	**৩০টি**	**৩০টি**

(গ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	মোট বরাদ্দ (জিওবি) (পিএ)	মোট অর্থ ছাড় (%) জিওবি (%) পিএ (%) জুন/১৯ পর্যন্ত)	জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	গত বছরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত সময়ে অগ্রগতি	জুন/২০১৯ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
			মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	
১. উন্নয়ন প্রকল্প					
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭০০০.০০ (৭০০০.০০) (-)	৭০০০.০০ (১০০.০০) ৭০০০.০০ (১০০.০০) -	৬৯৯৯.৪৫ (৯৯.৯৯) ৬৯৯৯.৪৫ (৯৯.৯৯) -	৭৬৯৮.৯০ (৯৯.৯৯) ৭৬৯৮.৯০ (৯৯.৯৯) -	১০০.০০%
উপমোট = ১টি প্রকল্প	**৭০০০.০০** **(৭০০০.০০)** **(-)**	**৭০০০.০০ (১০০.০০)** **৭০০০.০০ (১০০.০০)** -	**৬৯৯৯.৪৫ (৯৯.৯৯)** **৬৯৯৯.৪৫ (৯৯.৯৯)** -	**৯৩৪৫.৮০ (৯৯.৯৯)** **৮০৬৩.৮০ (৯৯.৯৯)** **১২৮২.০০ (১০০.০০)**	
২. উন্নয়ন কর্মসূচি					
২.১ পাহাড়ী অঞ্চলে নেরিকাসহ অন্যান্য উন্নত ধানের জাতের গ্রহণযোগ্যতা ও লাভজনকতা নির্ধারণ কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ-১৫৪.০০ লক্ষ টাকা)	৬১.০০ (৬১.০০) (-)	৬১.০০ (১০০.০০) ৬১.০০ (১০০.০০) -	৬০.৯৮ (৯৯.৯৯) ৬০.৯৮ (৯৯.৯৯) -	২৯.০০ (১০০.০০) ২৯.০০ (১০০.০০) -	১০০.০০%

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	মোট বরাদ্দ (জিওবি) (পিএ)	মোট অর্থ ছাড় (%) জিওবি (%) পিএ (%) জুন/১৯ পর্যন্ত)	জুন/১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি	গত বছরের জুন/২০১৮ পর্যন্ত সময়ে অগ্রগতি	জুন/২০১৯ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
			মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	
২.২ মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকেল্পর চলমান গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ১১০.০০ লক্ষ টাকা)	৩৮.০০ (৩৮.০০) (-)	৩৮.০০ (১০০.০০) ৩৮.০০ (১০০.০০) -	৩৮.০০ (১০০.০০) ৩৮.০০ (১০০.০০) -	৩৪.০০ (১০০.০০) ৩৪.০০ (১০০.০০) -	১০০.০০%
২.৩ ধানের ফলন বৃদ্ধিতে পোকামাকড়ের পরিবেশ বান্ধব গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ৫৮০.২৫ লক্ষ টাকা)	৩৫১.৪৫ (৩৫১.৪৫) (-)	৩৫১.৪৫ (১০০.০০) ৩৫১.৪৫ (১০০.০০) -	৩৫১.৪৫ (১০০.০০) ৩৫১.৪৫ (১০০.০০) -	১৩২.২০ (১০০.০০) ১৩২.২০ (১০০.০০) -	১০০.০০%
২.৪ ব্রি'র কৃষিতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন এবং গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ৩৮৬.৭০ লক্ষ টাকা)	১২৯.৪০ (১২৯.৪০) (-)	১২৯.৪০ (১০০.০০) ১২৯.৪০ (১০০.০০) -	১২৯.৪০ (১০০.০০) ১২৯.৪০ (১০০.০০) -	১৩৮.০০ (১০০.০০) ১৩৮.০০ (১০০.০০) -	১০০.০০%
২.৫ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন (মোট বরাদ্দ- ১০০.০০ লক্ষ টাকা)	২৫.০০ (২৫.০০)	২৫.০০ (১০০.০০) ২৫.০০ (১০০.০০) -	২৫.০০ (১০০.০০) ২৫.০০ (১০০.০০) -	-	১০০.০০%
উপমোট = ৫টি কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ১৩৩০.৯৫ লক্ষ টাকা)	৬০৪.৮৫ (৬০৪.৮৫) (-)	৬০৪.৮৫ (১০০.০০) ৬০৪.৮৫ (১০০.০০) -	৬০৪.৮৩ (৯৯.৯৯) ৬০৪.৮৩ (৯৯.৯৯) -	৩৩৩.২০ (১০০.০০) ৩৩৩.২০ (১০০.০০) -	-
৩. রাজস্ব বাজেট					
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১০৫৭৬.৬৬ (১০৫৭৬.৬৬) (-)	১০৫৭৬.৬৬ (১০০.০০) ১০৫৭৬.৬৬ (১০০.০০) -	১০৫৫৪.৩৬ (৯৯.৭৯) ১০৫৫৪.৩৬ (৯৯.৭৯) -	১০৭১৯.৩০ (১০০.০০) ১০৭১৯.৩০ (১০০.০০) -	১০০.০০%
উপমোট	১০৫৭৬.৬৬ (১০৫৭৬.৬৬) (-)	১০৫৭৬.৬৬ (১০০.০০) ১০৫৭৬.৬৬ (১০০.০০) -	১০৫৫৪.৩৬ (৯৯.৭৯) ১০৫৫৪.৩৬ (৯৯.৭৯) -	১০৭১৯.৩০ (১০০.০০) ১০৭১৯.৩০ (১০০.০০) -	-
সর্বমোট (১+২+৩)	**১৮১৮১.৫১** **(১৮১৮১.৫১)** **(-)**	**১৮১৮১.৫১ (১০০.০০)** **১৮১৮১.৫১ (১০০.০০)** -	**১৮১৫৮.৬৪ (৯৯.৮৭)** **১৮১৫৮.৬৪ (৯৯.৮৭)** -	**২০৩৯৮.৩০ (৯৯.৯৯)** **১৯১১৬.৩০ (৯৯.৯৯)** **১২৮২.০০ (১০০.০০)**	-

(ঘ) বিবিধঃ

১. নন-এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রতিবেদন:

প্রকল্পের নাম: Transforming Rice Breeding Through Capacity Enhancement of BRRI (TRB-BRRI)

প্রকল্পের মেয়াদ কাল: ১ জানুয়ারী ২০১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ (৪ বছর), প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ৩১৪০.০০ লক্ষ টাকা (একত্রিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র), ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা (১০০.০০%), ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুন/২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ২৩৯৯.০০ লক্ষ টাকা (৭৬.৪০%)।

২. কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় অংশে ৪৮২৯-গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয়:

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৯টি গবেষণা প্রস্তাবের জন্য মোট ১৪৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। চার কিস্তিতে মোট ১৪৭.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। জুন/১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৪৭.০০ লক্ষ টাকা; যা মোট বরাদ্দের ১০০.০০% মাত্র। ৯টি গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরুপ-

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

গবেষণা কার্যক্রম	বর্তমান অর্থবছরের মোট বরাদ্দ	অর্থছাড়	অগ্রগতি (জুন/২০১৯ পর্যন্ত) (%)
১. Validation and adaptive field trial of BRRI developed solar light trap	২০.০০	২০.০০	২০.০০ (১০০.০০)
২. Management of Blast Disease for enhancing rice production in relation to climate change	২০.০০	২০.০০	২০.০০ (১০০.০০)
৩. Adaptation and out-scaling of some selected rice varieties in stress prone environments	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০ (১০০.০০)
৪. Development, Validation and Adoption of Power Weeder for Wet land Rice Cultivation	২০.০০	২০.০০	২০.০০ (১০০.০০)
৫. Management of Emerging rice false smut disease for Enhancing the Adoption of Potential T. Aman Varieties Towards Increasing Rice Productivity under changing climate	১০.০০	১০.০০	১০.০০ (১০০.০০)
৬. Sustainable Management of Climate Associated out breaking Insect Pest, Rice Leaf roller	১০.০০	১০.০০	১০.০০ (১০০.০০)
৭. Development of Suitable Water Management Practices for Improved Irrigated Agriculture in the Haor areas	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০ (১০০.০০)
৮. Detection and Quantification of Heavy Metals and Toxins in Rice bran Bran oil and de-oiled Rich Bran	১২.০০	১২.০০	১২.০০ (১০০.০০)
৯. Isolation and Cloning of Salt and Drought Tolerant Gene of rice	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০ (১০০.০০)
মোট (গবেষণা কার্যক্রম-৯টি)	১৪৭.০০	১৪৭.০০	১৪৭.০০ (১০০.০০)

৬. সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ
১.	১.১. ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং অনুন্নয়ন খাতভূক্ত কর্মসূচিসমূহের সকল দরপত্র আগস্ট/১৯ এর মধ্যে আহবান এবং ১৫ সেপ্টেম্বর/১৯ এর মধ্যে কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন করতে হবে।	সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ
	১.২ স্পাইরা প্রকল্পের অধীনে বৃহৎ নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজের অগ্রগতি মানসম্পন্নভাবে করার লক্ষ্যে মনিটরিং কমিটি নিবিড়ভাবে তদারকি অব্যাহত রাখবে।	প্রকল্প পরিচালক এবং মনিটরিং কমিটি
২.	২.১ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ধানের স্থানীয় জাতসমূহ বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাণী সেলুট, রাধুনী পাগল, বিরই, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ বিভিন্ন জাতের মধ্য থেকে সম্ভাবনাময় জাত পেলে পিওর লাইন নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা স্থানীয় জাতগুলো ক্রসিং করে আরও উন্নতমানের ধানের জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং প্রতি মাসের সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ এবং কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ
	২.২ গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী গোপালগঞ্জ ও বরিশাল অঞ্চলের লক্ষ্মীদীঘা, বাঁশিরাজ, সিলেট অঞ্চলের লালমোহন, হবিগঞ্জের দুধলাকি, ফুলকুড়ি, ফরিদপুরের	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামান, সিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিভাগীয় প্রধান,